কাছ থেকে পেয়েছি। সাধারণ সরকারি অফিসের একজন কর্মচারী হয়েও বাবা ছিল নাটক অন্তঃপ্রাণ। ইউরোপিয়ান ক্লাসিক থেকে শুরু করে সমসাময়িক বাংলা নাটকের প্রচুর বই ছিল বাবার কালেকশনে। বছরভর লেগেই থাকত শো।

একদিন অবসর সময়ে বলছিলেন অনির্বাণ। আর মন দিয়ে শুনছিল তিস্তা।

মহড়ায়, আড্ডায়, গল্পে কাটছিল একটার পর একটা দিন। ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসছিল তিস্তার মনের মাঝে জমে থাকা অন্ধকারটা।

ফাংশনের আর মাত্র ক'টা দিন বাকি। চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি। ফিরতে প্রায়ই দেরি হচ্ছে তিস্তার। রাত আটটা নাগাদ ঘরে ঢুকে থমকে গেল সে। দেখে শোবার ঘরে বসে বুম্পুর সঙ্গে গল্প করছে সিদ্ধার্থ। তিস্তা টেবিলের উপর হ্যান্ডব্যাগটা রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল,

–বুম্পু তোমার হোমওয়ার্ক হয়ে গিয়েছে?

–না মা আর একটু বাকি আছে। এখনই শেষ করে ফেলব। বাবা ডাকল তাই এলাম। বাবা তুমি একটু বোসো আমি ফিনিশ করে আসছি।

বুম্পু চলে যেতেই তিস্তা বলল,

–তুমি এ সময়ে বাড়িতে?

–হুম একটু পরেই বেরবো। আলিপুরদুয়ার যাব। ফিরব কাল বিকেলে।

তারপর গলায় একটু ঝাঁঝ এনে বলল,

–বুম্পু বলছিল তুমি নাকি কী সব নাটকফাটক করছ।

–হ্যাঁ, করছি।

–সারাদিন বাড়িতে নাটক করে শখ মেটে না যে আবার রাস্তায় নেমেছ নাটক করতে?

অন্যমনস্কভাবে মার্চেন্ট রোডের অফিসে এসে বসতেই তার অ্যাসিস্ট্যান্ট রঞ্জন একটা খাম এগিয়ে দিল সামনে।

–এতে কী আছে?

–আমন্ত্রণপত্র। এসপি অফিস থেকে দিয়ে গিয়েছে।

খামটা খুলেই চমকে গেল সিদ্ধার্থ।

–জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধানাগারে আজকে সাজো সাজো রব। অডিটোরিয়ামটাকে সুন্দর করে ডেকোরেট করা হয়েছে। স্টেজের উপর লাগানো হয়েছে বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের বড়সড় ফ্লেক্স। চারদিকে আঁটসাঁট নিরাপত্তা। দর্শকাসনের প্রথম সারিতে বসে রয়েছেন রাজ্যের কারামন্ত্রী, বিধায়ক, জেলাশাসক, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, এসপি, এসডিও এবং আরও অনেক হেভিওয়েট অতিথিরা। দ্বিতীয় সারির কোণের দিকে কমলিকা, বুম্পু আর উত্তরা। একটু তফাতে কয়েকটা রো পরে বসেছে সিদ্ধার্থ। পিছনদিকে আছেন সংশোধনাগারের বিচারাধীন আর সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে সংশোধনাগারের আবাসিক আর শহরের শিল্পীরা মিলিতভাবে পরিবেশন করবেন এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান। সবশেষে থাকবে তিস্তা আর অনির্বাণের নাটক।

ব্যাকস্টেজের সাজঘরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মেকআপ প্রায় শেষ। ঢিলেঢালা বেশভূষা, আলুথালু চেহারায় নিজেকে সাজিয়েছেন অনির্বাণ। এই নাটকে তাঁর ভূমিকা একজন আপনভোলা শিল্পীর। তিস্তা অভিনীত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা শিল্পীটির মনে বাঁচার ইচ্ছে তৈরি করে তিনি নিজেই একদিন ঢলে পড়বেন মৃত্যুর কোলে।

মেকআপ প্রায় শেষ। ঢিলেঢালা বেশভূষা, আলুথালু চেহারায় নিজেকে সাজিয়েছেন অনির্বাণ। এই নাটকে তাঁর ভূমিকা একজন আপনভোলা শিল্পীর। তিস্তা অভিনীত মৃত্যুর অপেক্ষায় বসে থাকা শিল্পীটির মনে বাঁচার ইচ্ছে তৈরি করে তিনি নিজেই একদিন ঢলে পড়বেন মৃত্যুর কোলে

একটা বিদ্রুপের হাসি সিদ্ধার্থের মুখে।

–ছিঃ সিদ্ধার্থ এ সব কী বলছ?

–ঠিকই বলছি। সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরীর বউ পাড়ায় পাড়ায় নাটক করবে? মানসম্মান কিছু কী আর রাখবে না?

তীব্র অপমানে সারা শরীর কাঁপছিল তিস্তার। নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল,

–মাঝরাত অব্দি ডান্সবারে কাটিয়ে নেশায় চুর হয়ে বাড়ি ফিরলে সেটা গর্বের, আর বউ স্টেজে নাটক করলেই তখন মানসম্মান নিয়ে টানাটানি।

–তোমার স্পর্ধা দিনদিন বেড়েই যাচ্ছে তিস্তা!

–হ্যাঁ বাড়ছে। কী করবে? ডিভোর্স দেবে? বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে আমাকে? দাও। আমি ভয় পাই না।

কঠিন গলায় কথাগুলো বলে ওয়াশরুমে ঢুকে গেল তিস্তা।

সিদ্ধার্থ বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল সে। চোখ থেকে নেমে আসছিল জলের ধারা।

চারিদিকে ধূসর পাহাড়। খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা। এগিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, একদম সামনে। সে কি পড়ে যাবে এখুনি এই গভীর খাদের মধ্যে? ভয়ে চোখ বন্ধ হয়ে এল। হঠাৎ করে কেউ একজন পিছন থেকে জাপটে ধরল তাকে। হাত দু'টো ধরে দু'পাশে মেলে দিয়ে কানের কাছে আস্তে আস্তে বলল,

–ওড়ো তিস্তা ওড়ো, ছুঁয়ে ফেল আকাশটাকে।

উদীয়মান সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা আর অনির্বাণ।

বিছানায় চমকে উঠে বসে পড়ল তিস্তা। এটা কী দেখল সে? অনির্বাণ।

ফাইনাল শো–য়ের দিন সকালে বেরোনোর সময় তিস্তা সিদ্ধার্থকে বলেছিল যে আজ তার নাটক মঞ্চস্থ হবে। কোথায়, কখন সেটাও জানিয়েছিল। একটু

তিস্তাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে অনির্বাণ বললেন,

–নার্ভাস লাগছে?

–একটু।

–ডোন্ট ওয়ারি, এভরিথিং উইল বি ফাইন। শুধু মনে রাখতে হবে, যতক্ষণ তুমি পর্দার পিছনে, ততক্ষণ তুমি তিস্তা। পর্দা উঠলেই তুমি আর তিস্তা নও।

বিভাস বসুর নির্দেশনায় পরিবেশিত নাটকটি মন কেড়ে নিয়েছিল সবার। দর্শকদের হাততালির শব্দে মুখরিত অডিটোরিয়ামের স্টেজে দাঁড়িয়ে তখন আনন্দের অশ্রুতে মাখামাখি হচ্ছিল দু'টো মানুষ। তিস্তা আর নিজের স্ত্রী খুনের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত আসামি অনির্বাণ।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। সবাই চলে যাচ্ছে একে একে। গ্রিনরুমের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তিস্তা। চোখ তখনও ভেজা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিভাস ও অন্যদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলছেন অনির্বাণ। এমন প্রাণশক্তিতে ভরা একজন মানুষ কখনও কেড়ে নিতে পারেন অন্য কারও প্রাণ? তাঁর মতো একজন নিখাদ শিল্পীও কি খুন করতে পারেন? বিশ্বাস করতে একটুও সায় দেয় না তিস্তার মন। তিনি সত্যিই নিজের স্ত্রীকে হত্যা করছেন নাকি এর পিছনে আছে অন্য কোনও গল্প? একটা অবুঝ যন্ত্রণা আর কিছু বোবা কষ্টে ভরে উঠছে তিস্তার বুক।

ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন অনির্বাণ। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে থেকে তারপর বললেন,

–ফিরে চললাম তিস্তা আবার আমার বন্দি জীবনে। ভালো থেকো তুমি। তোমার ডানাগুলোকে গুটিয়ে নিও না কিন্তু। আকাশের পথটা আবার হারিয়ে ফেল না। তোমার উড়ান যেন আর না থামে।

বিহ্বল চোখে তাকিয়ে আছে তিস্তা। একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছেন অনির্বাণ, কারাপ্রাচীরের অন্তরালে।

অঙ্কন ঃ অভি

অণুগল্প

ভাইরাল

শোভন মণ্ডল

ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। অজস্র মানুষের দৃষ্টিতে ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে ছবিটি। গোপন ক্যামেরায় এক নারীর নগ্ন ছবি। ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার এক জানালা থেকে আর এক জানালায়। ঝড় উঠেছে। ছা–পোষা মধ্যবিত্ত বাড়ির তরুণী মেয়েটির এ ছবি তুলল কে? সমালোচনায় ঝড় বইছে সর্বত্র। এর বিরুদ্ধে সরব সমস্ত মানুষ. বুদ্ধিজীবীরা নেমে পড়েছে মাঠে ময়দানে। কলেজ পড়ুয়ারা জড়ো হচ্ছে স্কোয়ার, কর্নার, সরণির আনাচে কানাচে। কে করল? অন্ধকার স্টুডিয়োয় মুখ ঢাকা তরুণীকে সবার একটাই প্রশ্ন, 'কে তুলল এই ছবি?' মুণ্ডপাত চলছে সেই অদৃশ্য অপরাধীর। ছবিটি ঘুরছে এক হাত থেকে অন্য হাতে। একচোখ থেকে অন্য চোখে। ছবিটি ডিলিট হয়েছিল ২০ ঘণ্টা পর। আরও জানা গেল মেয়েটি সুইসাইড করেছিল তার দু'ঘণ্টা আগে।

মৃত্যুর আগে অবশ্য সে দেখে গিয়েছিল ছবির ভাগ্যে জুটেছে দশ–হাজার স্বতঃস্ফূর্ত 'লাইক'।

লটারি

মধুমিতা মজুমদার

সকালের বাজার সেরে দ্রুত পায়ে বাড়ির পথ ধরে এগিয়ে চলে সুব্রত। হঠাৎ পিঠে খোঁচা। একেই ঘুম থেকে দেরিতে ওঠায় মনটা খিঁচড়ে ছিল। অফিসে দেরিতে পৌঁছোনোর ভয়। কিছুদিন হল নতুন বস এসেছে। এসেই খোল নলচে বদলে ফেলেছে। ঠিক দশটায় অফিসে না ঢুকলে হাজিরা খাতাতে লাল কালির দাগ পড়বে। আগে অফিস স্টাফরা হেলতে দুলতে পান চিবোতে চিবোতে অফিসে আসত। এখন তড়িঘড়ি করে দশটায় হাজিরা। সুব্রত মুখ ঘুরিয়ে দেখে মলিন পোশাক পরে অলীক। হাসিমুখে। কীরে চিনতে পারছিস না? আমি আর তুই পঞ্চম শ্রেণি থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পর্যন্ত একই ইস্কুলে পড়েছি। বিরক্তি চেপে সুব্রত বলে 'ভালো আছিস'? 'এই কোনওরকমে দিন কেটে যাচ্ছে'। 'কী করছিস'? 'লটারির টিকিট বিক্রি করি।' 'নিবি নাকি একটা', 'দশটাকা দিয়ে একলাখ টাকা পাবি?' অলীককে আর কথা না বাড়ানোর জন্য একটা টিকিট কেনে। তারপর সুব্রত বলে 'আমার একটু তাড়া আছে'। এই কথা বলে হনহন করে বাড়ির দিকে রওনা দিল। গিন্নিকে বাজারের ব্যাগ এগিয়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি ভাত দাও আমি স্নানে ঢুকলাম।'

দিন দশেক পর বিকেলে দরজায় টোকা। মাধবী, সুব্রতর স্ত্রী দরজা খোলে। তেলচিটে পোশাকে এক ভদ্রলোককে দেখে ভ্রূ কোঁচকায়। 'কাকে চাই'? ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করে।

একটু ইতস্তত করে অলীক বলে, 'বউদি সুব্রত কি বাড়িতে আছে?' 'না এখনও অফিস থেকে ফেরেনি'। 'একটা লটারির টিকিট নিয়ে দশ টাকা দিলে একলক্ষ টাকা পেতে পারেন।' মুখের ওপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে মাধবী। দিন তিনেক পর। রবিবার। সুব্রত আয়েশ করে চা খেতে খেতে খবরের কাগজে চোখ বোলায়। দুধওয়ালা যাওয়ার পর আর দরজা বন্ধ হয়নি। হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পেয়ে সুব্রত আর মাধবী দেখে এক হাঁড়ি মিষ্টি নিয়ে ধূলিধূসরিত পায়ে হাসিমুখে অলীক হাজির। দু'জনেই অলীকের উপস্থিতিতে খুব একটা খুশি নয়। আবার টিকিট গছানোর চেষ্টা হবে বলে। অলীক বলে, 'তেরোদিন আগে যে টিকিট কিনেছিলি সেটা লাকি ড্র–তে প্রথম হয়েছে। তুই এখন এক লাখ টাকার মালিক'। স্বামী স্ত্রী খবরের আকস্মিকতায় কাঁদবে না হাসবে তার ঠিক নেই। নিজেরা নিজেদের ক্ষমা করতে পারে না।

অঙ্কন ঃ শংকর বসাক